Notices

Unregistered মামা, এই ফরমটা একটু ফিল আপ
১লাখ। আপনি নিজে করুন, আপনার FnF কেও উৎ

Register Now for FREE!

Username: Password: Confirm Password: E-Mail: Confirm E-Mail:

Random Question
Bangladesh er rajhdhanir nam ki?

Submit ☐ I agree to forum rules

AsifM

Join Date Sep 2007
Location ঢাকার এক কোণায়।
Posts 4,389
Blog Entries 49

Recent Comments

- রাজনৈতিক হত্যাকান্ডঃ মুজিব পর্ব by AsifM
- ধর্ম প্রসঙ্গে-পর্ব ১ by AsifM
- মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান by lal batti
- রক্ত দিন, জীবন বাঁচান by AsifM
- ব্লগ এবং ইদানিং আমরা by K J Impact

Recent Entries

- রাজনৈতিক হত্যাকান্ডঃ মুজিব পর্ব
- ধর্ম প্রসঙ্গে-পর্ব ১
- রক্ত দিন, জীবন বাঁচান
- ব্লগ এবং ইদানিং আমরা
- মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান

Recent Visitors

Bhut D-DAY great_boss humancommunication kornofuli2008 laddu lal batti mayakanon polesapart udashbaul

Tag Cloud

অন্ধবিশ্বাস অবিশ্বাস আইন আদম আরজ আলী আল্লাহর আকার আসিফএম এরশাদ কার্ল মার্ক্স কালপ্রিট জিয়া খতিব গণতন্ত্র গনিত গন্ন চক্ষুদান চে গুয়েভারা জাকির নায়েক ডারউইন ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মপ্রসঙ্গে নারী নাস্তিক নাস্তিকতা নৈতিকতা পদার্থ বিজ্ঞান পীর সাহেব প্রগতিশীলতা ফ্রানৎস কাফকা বাঙালী বাহাস বিজ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা বিশ্বাস ব্লগ ভোদাই মরণোত্তর দেহদান মানবতাবাদ মুক্তচিন্তা মুক্তবুদ্ধি মুক্তমন মূর্খের জ্ঞান মৃত্যুদন্ড মেন্ডেল যৌবনযাত্রা ব্লগ রক্তদিন রম্য রাজনীতি রাষ্ট্রধর্ম শেখ মুজিব শয়তান সমাজতন্ত্র সমালোচনা সাহিত্য সিগমুন্ড ফ্রয়েড সেনাবাহিনী স্টিফেন হকিং হিন্দুধর্ম হোমো এরশাদ asifm atheism dhormo homo homosexual islam & scientists quran & science religion satire scientists are muslims somokam soul of darkness

Search by Tag

Find Blog Entries by AsifM

Containing Text:
☐ Search Titles Only
Advanced Search | Search

Blog Categories

Global Categories
- Rajniti
- Blogorblogor

Local Categories
- নাস্তিকতা
- Uncategorized

Archive

May 2009

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Nominate this Entry | Nominate
Rate this Entry [5 : Excellent] Go

ধর্ম প্রসঙ্গে-পর্ব ১

Posted Yesterday at 04:33 AM by AsifM
Updated Yesterday at 04:42 AM by AsifM
Tags আসিফএম, ধর্মপ্রসঙ্গে, বিজ্ঞান শিক্ষা, মুক্তচিন্তা, asifm

আমাদের দেশের খারাপ অবস্থা নিয়ে অনেক কথা শুনি প্রতি নিয়ত।
এই ব্লগে কেউ কেউ বলেছেন আমাদের আগ্রাসি হয়ে অন্য দেশ দখলে নামতে হবে,
কেউ বলেছেন আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র বানিয়ে ফেললে দেশটাতে আল্লাহর ফেরেস্তারা এসে রাস্তা ঘাট ব্রীজ কাল্ভার্ট নির্মান করে দিয়ে যাবেন,
কেউ আবার বলে আমাদের নাকি ব্যাবসা করতে হবে।

কিন্তু আসলেই কি তাই?

পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দিকে একটু নজর দিয়ে দেখি?
তারা কিভাবে উন্নতি করেছে? আমেরিকা, জার্মানী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, দঃ আফ্রিকা, চীন, ভারত সব গুলদেশের দিকে তাকাই। তারা উন্নতি করেছে বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে।

কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থান কোথায়?
আমাদের দেশে বিভিন্ন অপবিশ্বাস এবং ধর্ম যেভাবে মানুষের মনে বাসা বেধে আছে, তাতে বিজ্ঞান শিক্ষা সুদুর পরাহত। বর্তমান বিশ্ব রামদা হাতে যুদ্ধ করার বিশ্ব ব্যাবস্থা না, তথ্য এবং প্রযুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করার বিশ্ব।

এই সহজ সত্যটা আমরা কবে বুঝবো?

ধর্মের প্রথম শিক্ষা আমরা পাই পরিবার থেকে।
আমরা কেউ ধর্মের পোষাক পরে জন্ম নেই নাই। আস্তে আস্তে আমাদের ধর্মের পোষাক পড়ানো হয়। মুসলমান পড়ায় ইসলামি পোষাক, হিন্দু পড়ায় হিন্দু পোশাক, বৌদ্ধ পড়ায় বৌদ্ধ পোষাক, খ্রীষ্টান পড়ায় খ্রীষ্টান পোষাক। আর এই পোষাকের ভিতরে আমরা ধর্মের অনুগত সিপাহি হয়ে যাই। ধর্মের জন্য এক সময় আমরা উগ্রপন্থি হতেও কারপন্ন করি না। আমরা একবারও ভেবে দেখি না এই পোষাক আমাদের কি দিয়েছে? একমাত্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু না। আর আমাদের নিজ নিজ পরিবার শিখায় আমার ধর্ম সবচেয়ে ভাল এবং একমাত্র ধর্ম। মুসলিম পরিবারে বাচ্চাকে বলা হয় ইসলাম হল একমাত্র ধর্ম আর বাকি সব ধর্ম খারাপ তেমনি হিন্দু পরিবারে বাচ্চাকে বলা হয় হিন্দু ধর্ম একমাত্র ধর্ম আর এ রকম ভাবে যার যার ধর্মকে একমাত্র এবং গ্রহনযোগ্য বলে বাচ্চাদের শিখানো হয়। আর এতে করে তারা শুধু খারাপ প্রতিহিংসাই শিক্ষা নিচ্ছে এবং তা ধারন করে বড় হচ্ছে। যেখানে ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে পরিবার সবসময় অগ্রভুমিকা পালন করে থাকে সেখানে আমরা কি আশা করতে পারি। পরিবার আমাদের মাথায় পেরেক ঠুকার মত করে গেঁথে দেয় ধর্ম নামের এক বীজ যা শিশুটি বড় হওয়ার সাথে সাথে বীজটিও ডাল পালা মেলে এবং মস্তিস্ক ঢেকে ফেলে, ফলে অন্য আর কোন প্রগতিশীল ভাবনা মাথায় ধরে না। কিন্তু আমরা আজ জানি ধরমের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ এর কারন। ধর্ম ছাড়াও আমরা বাঁচতে পারি। কেউ ধর্ম নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু আজ এই ধর্ম নামের বিষয়টি মানুষের এক অন্যতম উপকরন হয়ে মাথায় গেঁথে গেছে আর এর জন্য আমাদের পারিবারিক শিক্ষা অন্যতম মূল কারন। আমরা আমাদের শিশুদের কিছু বিষয়ে অপশন দিয়ে থাকি কিন্তু এই ধর্মের বিষয়ে আমরা কখনই অপশন দেই না। তাদের জোর করে হলেও ধর্ম নামের বিষয়টিকে চাপিয়ে দেয়া হয়। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত পরিবার জানেওনা মানবিক ধর্ম বলে একটা ধর্ম আছে যা মানুষের মানবতাবাদ, মানবপ্রেম, মানব কল্যানের কথা বলে আর জানলেও এই ধর্ম নিয়ে কখনো শিশুদের সাথে কথা বলে না।

যে সময় বাচ্চাকে বিবর্তনবাদের শিক্ষা দেয়া দরকার সে সময় আমরা তাদের রূপকথার গল্প শুনাই। আর এই রূপকথার গল্প তাদের মাথায় আটকে থাকে এবং বড় হয়ে যখন বিবর্তনবাদের বিষয়টি জানে তখন তারা আর তা মানতে চায় না। মনে করে এও এক রূপকথার গল্পের মত। তারা ভয় পায় মুক্তচিন্তা করে সঠিক তথ্যটি গ্রহন করতে। কিন্তু যদি আমরা শিশুবেলাই তাদের বিবর্তনবাদ সম্পর্কে একটু একটু করে বলতাম তখন তারা বিষয়টিকে নিজের করে বুঝতে পারত, চিন্তা করতে পারত। কিন্তু আমরা তা না করে তাদের ধর্মের আলোকে অযৌক্তিক মহাবিশ্ব সৃষ্টির গল্প শুনাচ্ছি যা তাদের সঠিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে করে নিয়ে যাচ্ছে আর তাদের নিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার থেকে আরো বেশি নিকষ অন্ধকারে। আমি ক'জন পরিবারের বাবা মার সাথে কথা বলে জানতে চেয়েছি কেন তারা তাদের বাচ্চাদের বিবর্তনবাদের কথা বলেন না। অনেকেই যে কথা বলল তা শুনে আমি অবাক, তারা বলল আপনি কি চান আমাদের বাচ্চারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, তারা ধর্মের আলো থেকে অন্ধকারের পথে পা বাড়াক। এই যদি হয় তাদের উত্তর, তাহলে কে তাদের আসল অন্ধকারের হাত থেকে টেনে উঠাবে। যে সমাজে বিবর্তনবাদ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা মানে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া সেই সমাজ থেকে আমরা কিছু আশা করতে পারি না। আমাদের এই সমাজে অধিকাংশ পরিবারগুলো নিজেদের আধুনিক ভাবে কিন্তু তারা আধুনিকতার সংজ্ঞা জানে না। আর তা যদি জানত তাহলে তাদের বাচ্চাদের অন্ধকারে পথে ঠেলে দিত না।

আমরা আমাদের শিশুদের অনেক কিছু বড় হয়ে হওয়ার কথা বলি যেমন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট কিন্তু কখন বলি না এইগুলু হল শুধুমাত্র পেশা ছাড়া আর কিছুই না। মানুষের বেচেঁ থাকার জন্য পেশা অপরিহার্য কিন্তু তার থেকেও জরুরি হল মুক্তচিন্তার অধিকারি হওয়া, একজন উন্নত মানুষ হওয়া। আমরা তাদের অনেক স্বপ্ন দেখাই যা বাস্তবে তারা অনেকেই সেই স্বপ্ন হতে অনেক দূরে চলে যায়। কিন্তু যদি আমরা তাদের মুক্ত চিন্তা করার কথা শিখাতে পারতাম, শিখাতে পারতাম যুক্তিবাদী হতে তাহলে আজ আমাদের পিছনে হাটা লাগত না। মুক্তচিন্তা করা খুব কঠিন কিছু কাজ না, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে আর তার সঠিক উত্তর খুজে বের করতে হবে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল আমরা আজ প্রশ্ন করতেই ভুলে গেছি। শিশুদের প্রশ্ন অনেক আর তার সঠিক জবাব দেয়া আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমরা নিজেরাই অনেক প্রশ্ন সম্পর্কে পরিচিত না কিংবা আমরা অনেকেই সত্য বলতে ভয় পাই। কিন্তু আমরা বুঝছি না এই ভূল উত্তর, এই অবান্তর ভয় আমাদের কতটা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে।আমরা নিজেরাই নিজেদের অনেক সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারি না শুধু সমাজের ভয়ে তা পালন করি। আর এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের শিশুরা। এই রোগ থেকে আমাদের মুক্তি দেবে কে? আর কত অন্ধকার আমাদের দেখতে হবে ? আমরাই পারি নিজেরা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে। শুধুমাত্র দরকার সদিচ্ছা এবং সত্যকে জানার এবং মেনে নেয়ার আগ্রহ।

আমাদের পারিবারিক শিক্ষায় বিজ্ঞান নিয়ে শিশুদের সাথে খুব বেশি আলোচনা করা হয় না। একটা শিশুর মানসিক বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনষ্ক করে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান চর্চার কোন বিকল্প নেই। আমরা শিশুদের কল্পনাবিলাসী রুপকথার গল্প শুনাই কিন্তু অবিভূত করার মত এই মহাবিশ্ব সৃষ্টীর আসল কারন বলিনা। বিজ্ঞান মানুষকে অন্ধকার হতে আলো দেখায় আর তাই বিজ্ঞানকে আমাদের মানিতে রাজি না। আমরা আজ অন্ধকারে থাকতে ভালোবাসি। আজ আমরা কপট ধার্মিক হয়ে গেছি। আর করে তুলছি আগামি প্রজন্মকেও। আমরা বিজ্ঞান পড়ি এবং ভালোমতই পড়ি কিন্তু প্রমানিত হওয়া সত্বেও আমরা অনেকেই তা মেনে নিতে পারি না। আমরা নিজেরাই confused আর তাই আমাদের শিশুদেরকেও করে তুলছি আরও বেশি confused। আমরা আজ জানি আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টির আসল রহস্য কিন্তু আমরা মানতে চাই না। আমি এমন অনেক বিজ্ঞান পন্ডিতকে চিনি যারা নিজেরা বিজ্ঞান চর্চা করে কিন্তু তারা মনে প্রানে বিজ্ঞানের সত্যতা মানতে চায় না। তারাই আবার পৃথিবী সৃষ্টীর ধর্মীয় কাহিনী শিশুদের শুনায়। আর এই যদি হয় বিষয়টি তাহলে আমরা আমাদের শিশুদের কি শিক্ষা দিব। আমাদের শিশুরা আজ বোম্বের নায়ক কিংবা নায়িকাদের নাম বলতে পারবে অনায়াসে, বলতে পারবে কার্টুন ছবির নাম, আর বলতে পারবে জনপ্রিয় গেমস্ এর নামগুলো। কিন্তু একজন বিজ্ঞানীরও নাম বলতে পারবে কিনা সন্দেহ। কেন এই অবস্থা?
আমরা কখনও ভেবে দেখিনি। আমরা আমাদের বাচ্চাদের নানা সংগঠনে ভর্তি করে দেই, নানা বিষয়ে শিক্ষা নেয়ার জন্য যেমন-গান শিখা, আবৃত্তি শিখা, নাচ শিখা, অভিনয় শিখা আরও অনেক রকম শখের কাছে শিশুকে সমার্পন করা হয়। আর এই কার্জ সম্পাদন করে আমরা অনেক গর্ববোধ করি। কিন্তু আমরা কখনও একটা শিশুকে বিজ্ঞান পরিষদে কিংবা বিজ্ঞান চর্চা হয় এইরকম কোন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাই না। তাকে বিজ্ঞান চর্চা হয় এইরকম কোন সংগঠনের মেম্বার করি না। এখনি সময় আমাদের চিন্তা করার।

পরিবার একটি শিশুকে আস্তে আস্তে করে ছেলে কিংবা মেয়ে করে গড়ে তুলে। যখন একটা শিশু জন্ম নেয় তখন তার লিঙ্গ সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না। আমাদের পরিবার আস্তে আস্তে করে তাদের ছেলে কিংবা মেয়ে করে গড়ে তুলে। পরিবারগুলো কখনো বুঝতে চায় না ছেলে কিংবা মেয়ে তারা উভয়ই মানুষ। যখন মেয়ে শিশুগুলো বড় হতে থাকে তখন তাদের উপর নানা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যা একটা ছেলে শিশুকে করা হয়না। আর এই নানা নিয়মের মাঝে তাদের একটা নির্দিষ্ঠ গন্ডির মধ্য বেধে ফেলা হয়। আর এই গন্ডি থেকে তারা আর কখনো সহজে বের হতে পারেনা। কিন্তু আমরা, আমাদের পরিবার যদি একটু সচেতন হই তাহলে তাদের আমরা মানুষের মত করে উন্মুক্ত চিন্তা দিয়ে বড় করে তুলতে পারি। একটা মেয়ে শিশু যখন শিশুকাল থেকেই নানারকম বাধাঁর কথা শুনে শুনে বড় হয় একসময় তার চিন্তা ভাবনা গুলো আর কাজ করে না। তার পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে আসে। সে নিজেকে শুধুমাত্র সন্তান প্রশবের মেশিন বলে মনে করে। কিন্তু আমরা আজ জানি একটা ছেলে যা করতে পারে ঠিক একটা মেয়েও তা পারে।তাই আমাদের পরিবারগুলোর উচিৎ তাদের মানুষ করে গড়ে তোলা, মেয়ে মানুষ করে নয়। তাহলেই আমরা আমাদের সমাজে অন্ধকারকে সরিয়ে আলো নিয়ে আসতে পারব।

Posted in নাস্তিকতা
Views 76 Comments 9

« রক্ত দিন, জীবন বাঁচান | Main | রাজনৈতিক হত্যাকান্ডঃ মুজিব পর্ব »

Comments

Total Comments 9

> Quote:
> আমরা একবারও ভেবে দেখি না এই পোষাক আমাদের কি দিয়েছে? একমাত্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছু না।

একমাত্র? একমত হলাম না। পুরো ব্যাপারটাই মানসিকতার। একেকজন একেকভাবে ব্যবহার করে ধর্মকে, ভালখারাপ দুটোই এর মধ্যে আছে।

আমার নিজের ফ্যামিলিতে নির্দিষ্ট কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই...বুদ্ধ-যিশু-রাম-কৃষ্ণ-কাবা শরীফের ছবি আমার ঘরের দেয়ালে আছে।

Posted Yesterday at 10:54 AM by sensei

হে হে হে মামা দিলেন তো খোচা । কেউ কেউ আগ্রাসি হইতে বলছে। মামা আমি কারো দেশ দখল করতে বলি নাই। তবে কেউ আপনাকে ১টা চড় দিলে তারে ৪টা চর ফেরত দেয়ার ক্ষমতা অর্জনের কথা বলছিলাম। ধরেন ভারত আইল আমাগোরে বাশ দেয়ার লাইগা (যদি ও আমরারে বাশ দেয়ার লাইগা আমরাই যথেস্ট), তারে আমরা ঠেকায়া উলটা পশিচম বংগ , আসাম, বিহার দখল কইরা নিলাম। কেমন হয় ? খেক।।খেক আর কেউ আইব আপনের লগে বেয়াদপি করতে ? আজকাল মায়ান্মার ও আপনের দেশ রে ধমক দিয়া কথা কয়। ভালো লাগে আপনের ?

আর মামা যেসব দেশের কথা উদাহরন হিসাবে তুলে ধরলেন এরা প্রতিটাই সাম্রাজ্যবাদী। দঃআফ্রিকা , চীন কিছুটা ব্যাতিক্রম। তবে ইদানিং চিনের হাব-ভাব ও আগের মত নাই। আর কথায় ভারতের উদাহরন দিবেন না, ওরা আর ফাকিস্তানিগো ভিতরে কিছু ব্যাপার ছাড়া কুন পার্থক্য নাই। যে দেশ এ বি,জে,পির মত একটা মৌলোবাদি দল রে সে দেশের জনগন ক্ষমতায় বসায়, তাগো আক্কেল লয়া আমার যথেস্ট সন্দেহ আছে। আমাগো দেশএ দেখেন না, জামাত ১০০ বছরে ক্ষমতায় আইতে পারে কিনা । অগো অনেক নেতা রাম রাজত্বের সপ্ন দেখে আবার এইটা তাগো নির্বাচনি প্রতিস্রুতি ও বটে, আমরার দেশের কোন মোল্লা এই সপ্ন দেখলে ও ঘুমের মাঝেই দেখে কারন পাবলিক হুনলে এক্কেরে হুতাই হালাইব। ধর্ম লয়া পাগল জাতি ২ টাই, ১, পেয়ারা ফাকিস্তান (অইখানে যাইতে আমার দিল কান্দে, নামের সাথে কামের মিল থাকলে প্রয়জনে কাম করতে করতে শহিদ হয়া যাইতাম মঞ্চায়)।

২, ভারত

আমরা এই লাইনে তাগো চাইতে অনেক অনেক পিছায়া আছি।

তবে এইটা ও সত্যি আমরা রে আরো আধুনিক চিন্তা ভাবনার অধিকারি হইতে হবে। এইটা হবে যেদিন প্রতিটা মা-বাবা শিক্ষিত হবে। অশিক্ষিত মা- বাবা দিয়ে আপনি এইটা আশা করতে পারবেন না। তবে আশার কথা ধীরে হলে ও পরিবর্তন হচ্ছে। দেশের মানুষ সচেতন হচ্ছে। ছেলে-পুলেরা লেখাপড়া শিখছে। আশা করি ২০ বছর পর বাংলাদেশের খোমা ৭০ ভাগ পরিবর্তন হবে।

Posted Yesterday at 01:46 PM by pir_shaheb

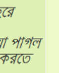

> Quote:
> Originally Posted by **pir_shaheb**
> *হে হে হে মামা দিলেন তো খোচা । কেউ কেউ আগ্রাসি হইতে বলছে। মামা আমি কারো দেশ দখল করতে বলি নাই।* ***তবে কেউ আপনাকে ১টা চড় দিলে তারে ৪টা চর ফেরত দেয়ার ক্ষমতা অর্জনের কথা বলছিলাম। ধরেন ভারত আইল আমাগোরে বাশ দেয়ার লাইগা (যদি ও আমরারে বাশ দেয়ার লাইগা আমরাই যথেস্ট), তারে আমরা ঠেকায়া উলটা পশিচম বংগ , আসাম, বিহার দখল কইরা নিলাম। কেমন হয় ? খেক।।খেক আর কেউ আইব আপনের লগে বেয়াদপি করতে ? আজকাল মায়ান্মার ও আপনের দেশ রে ধমক দিয়া কথা কয়। ভালো লাগে আপনের ?***
>
> *আর মামা যেসব দেশের কথা উদাহরন হিসাবে তুলে ধরলেন এরা প্রতিটাই সাম্রাজ্যবাদী। দঃআফ্রিকা , চীন কিছুটা ব্যাতিক্রম। তবে ইদানিং চিনের হাব-ভাব ও আগের মত নাই। আর কথায়* ***ভারতের উদাহরন দিবেন না, ওরা আর ফাকিস্তানিগো ভিতরে কিছু ব্যাপার ছাড়া কুন পার্থক্য নাই। যে দেশ এ বি,জে,পির মত একটা মৌলোবাদি দল রে সে দেশের জনগন ক্ষমতায় বসায়, তাগো আক্কেল লয়া আমার যথেস্ট সন্দেহ আছে।*** *আমাগো দেশএ দেখেন না, জামাত ১০০ বছরে ক্ষমতায় আইতে পারে কিনা । অগো অনেক নেতা রাম রাজত্বের সপ্ন দেখে আবার এইটা তাগো নির্বাচনি প্রতিস্রুতি ও বটে, আমরার দেশের কোন মোল্লা এই সপ্ন দেখলে ও ঘুমের মাঝেই দেখে কারন পাবলিক হুনলে এক্কেরে হুতাই হালাইব। ধর্ম লয়া পাগল জাতি ২ টাই, ১, পেয়ারা ফাকিস্তান (অইখানে যাইতে আমার দিল কান্দে, নামের সাথে কামের মিল থাকলে প্রয়জনে কাম করতে করতে শহিদ হয়া যাইতাম মঞ্চায়)।*
>
> *২, ভারত*
>
> *আমরা এই লাইনে তাগো চাইতে অনেক অনেক পিছায়া আছি।*
>
> *তবে এইটা ও সত্যি আমরা রে আরো আধুনিক চিন্তা ভাবনার অধিকারি হইতে হবে। এইটা হবে যেদিন প্রতিটা মা-বাবা শিক্ষিত হবে। অশিক্ষিত মা- বাবা দিয়ে আপনি এইটা আশা করতে পারবেন না। তবে আশার কথা ধীরে হলে ও পরিবর্তন হচ্ছে। দেশের মানুষ সচেতন হচ্ছে। ছেলে-পুলেরা লেখাপড়া শিখছে। আশা করি ২০ বছর পর বাংলাদেশের খোমা ৭০ ভাগ পরিবর্তন হবে।*

সমরথন......

Posted Yesterday at 02:37 PM by lal batti

ধর্ম নিরপেক্ষতা ভাল কিন্তু ধর্ম হীনতা মানা সম্ভব নয়।

এই পোষাক অন্ধকার দেয়না আলোও দেয় , যে যেটা গ্রহন করে.....................

Posted Yesterday at 09:11 PM by kornofuli2008

মামারা, আশ্চর্য হইলাম...

লেখার মূল বিষয়ের ধারে কাছেও কেউ গেল না...
কয়েকটা লাইন নিয়া আজাইরা কাউ মাউ কইরা গেলগা...। আফসোস!!!

কার জন্য লিখি?? কি লিখি??ধুর যাহ...।।

Posted Today at 05:41 AM by AsifM

> Quote:
> Originally Posted by **AsifM**
> *মামারা, আশ্চর্য হইলাম...*
>
> *লেখার মূল বিষয়ের ধারে কাছেও কেউ গেল না...*
> *কয়েকটা লাইন নিয়া আজাইরা কাউ মাউ কইরা গেলগা...। আফসোস!!!*
>
> *কার জন্য লিখি?? কি লিখি??ধুর যাহ...।।*

লিখাটা মামা ফটাফাটী আপনার,চালাইয়া যান আমাদের জন্য।

Posted Today at 06:48 AM by kornofuli2008

> Quote:
> Originally Posted by **AsifM**
> *মামারা, আশ্চর্য হইলাম...*
>
> *লেখার মূল বিষয়ের ধারে কাছেও কেউ গেল না...*
> *কয়েকটা লাইন নিয়া আজাইরা কাউ মাউ কইরা গেলগা...। আফসোস!!!*
>
> *কার জন্য লিখি?? কি লিখি??ধুর যাহ...।।*

মামা যে বিষয়টার প্রভাব বরফ যুগ থিকা শুরু হয়ে আজকের আনবিক যুগ পযন্ত মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে ...যার উতপত্তি নিয়ান্ডাররথাল মানুষের মনে তা Homo sapiens রা একদিনে কিভাবে এক ফু এদূর করবে..?.. ধরমের প্রতি আগ্রহ বলেন,নিরভরতা বলেন,এর ভিতরে বাচতে চাওয়ার আকাংখা বা একে আকরে ধরে সসস্যার সমাধান খোজা করা ইচ্ছা বলেন আর কম পক্ষে এরমধ্যে সান্তনা পাওয়ার সুযোগ বলেন... এর সবটাই মানবপ্রজাতির জিনে প্রবাহিত।

মানুষের সমাজ,সংস্ক্রিতি,সামাজিক রিতিনীতি,রাজনোইতিক উথান পতন,সভ্যতার বিবরত্তের সব পরযায়ে ধরম বিস্বাস যে একটা সুস্পস্ট ছাপ রেখে এসেছে তাতো বলার অপেক্ষা রাখেনা...আর একারনেই মানুষ এবিষয়ে যুক্তির আগে আবেগ কে সামনে রাখে..আর এজন্যই মানুষ যদি কখনো দেখে ধরম বিপন্ন..তখন সে নিজেকেও বিপন্ন অনুভব করে...

Posted Today at 11:58 AM by lal batti

আর হয়ত একারনেই মানুষ নিজের অজান্তেই এর সমালচনা করতে চায়না..
ধরমে বিস্বাস করে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ যদি একটু অজস্র না পাওয়ার মধ্যেও একটু শান্তিতে থাকে ,আরেকটা দিন বাচার অনুপ্রেরনা পায়..তো আপনার আমার কি অধিকার আছে তার বা তাদের সস্তির যায়গাটুকোতে হাত দেয়ার?
- শুভ কামনায়,
লাল_বাত্তি।

Posted Today at 12:07 PM by lal batti

> Quote:
> Originally Posted by **lal batti**
> *আর হয়ত একারনেই মানুষ নিজের অজান্তেই এর সমালচনা করতে চায়না..*
> *ধরমে বিস্বাস করে দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ যদি একটু অজস্র না পাওয়ার মধ্যেও একটু শান্তিতে থাকে ,আরেকটা দিন বাচার অনুপ্রেরনা পায়..তো আপনার আমার কি অধিকার আছে তার বা তাদের সস্তির যায়গাটুকোতে হাত দেয়ার?*
> *- শুভ কামনায়,*
> *লাল_বাত্তি।*

অসংখ্য ধন্যবাদ লাল বাত্তি মামা।
ভাল বলেছেন। আপনি জানেন যৌবনযাত্রায় যেই অল্প কয়েকজনের
ব্যাপারে আমি শ্রদ্ধাশীল, আপনি তাদের মধ্যে একজন।

কিন্তু মামা ধর্ম একটা সময় পর্যন্ত মানুষকে পথ দেখিয়েছে।
কিন্তু সেই সময়টা পার হয়ে যাবার পরে দিয়েছে শুধু রক্ত আর যুদ্ধ, ঘৃনা আর
অন্ধবিশ্বাস...
এখন সেই আশ্রয়টি যখন মানুষের, দেশের প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়,
সেটাকে আঘাত না করে আর উপায় থাকে না।

আমাদের দেশের করুন অবস্থা, আমাদের অর্থনীতির করুন অবস্থা, আমাদের তরুনদের করুন অবস্থা, আর আমরা মেতে থাকি মিথ্যা রুপকথা আর অলৌকিক শান্তিতে।
একবার একটা জরিপ হয়েছিল, সেখানে দেখা গিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ সবচাইতে সুখী। পরে তার কারন অনুসন্ধান করে দেখা গেল, বাংলাদেশের মানুষ অলস এবং তারা সুখ বলতে বোঝে দুপুরে ভাত খেয়ে অলসভাবে ঘুমানোকে।
এই শান্তির আমাদের এখন আর দরকার নাই মামা...আমাদের এখন অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে জাবার সময় এসেছে, গাঁজা খেয়েও মানুষ শান্তিতে থাকে, কিন্তু তাতে ভবিষ্যত আরো অন্ধকার হয়। তেমনি ধর্ম আমাদের সাময়িক সুখের বা মোহের অনুভূতি দিলেও, ভবিষ্যত অন্ধকার করে দেয়।

Posted Today at 08:52 PM by AsifM